প্রথম আলো

তারিখ ... 18 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা

কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী

জাহাঙ্গীর আলম ●

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাধী ক্ষমতাসীন দলের হলেও তাকে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী যে দলেরই হোক, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমদ সোহেল তাজও একই কথা বলেছেন।

ইতিমধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পুলিশের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে জানা গেছে। গতকাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করে তিনি অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজকে সুধা সদনে ডেকে নিয়ে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেন।

এসব ঘটনায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ডেকে সতর্ক করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম।

ব্যবস্থা নিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ *প্রথম আলোকে* বলেন, আইনশৃঙ্খলার অবনতির যেকোনো চেষ্টা প্রতিহত করা হবে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনায় মন্ত্রণালয় তীক্ষ্ণ নজরদারিতে রেখেছে বলে তিনি জানান।

এদিকে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেওয়ার বিষয়টি ভালো চোখে দেখছেন না আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকেরা। তাঁরা মনে করেন, বিগত বিএনপি-জামায়াত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ছাত্রলীগের তেমন ভালো ভূমিকা ছিল না। এমনকি শেখ হাসিনার মুক্তি আন্দোলনেও ছাত্রলীগকে পাওয়া যায়নি। এখন দল ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎ করেই ছাত্রলীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে অপতৎপরতা বেড়ে গেছে। একজন নীতিনির্ধারক বলেন, যখন ছাত্রলীগের শক্তি-সামর্থ্য দেখানোর প্রয়োজন ছিল, তখন তারা ব্যর্থ হয়েছে। এখন সময়ের সুযোগ নিয়ে বীরত্ব দেখানোর নামে সরকার ও দলের বদনাম করছে।